R. N. No. 25 32/57
Phone No. RGG.112
Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
রকমারি ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭০শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২১শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯০ সাল
৪ঠা এপ্রিল, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

শুধু ভবন নয়—ডাক ব্যবস্থার উন্নতিও চাই

রঘুনাথগঞ্জ : বড় ডাকঘর ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো বিশেষ আড়ম্বরে। উৎসবে উদ্বোধনী ভাষণ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল এই জেলায় কতগুলি ডাকঘর ভবন, কর্মীনিবাস তৈরী হয়েছে বা হবে এবং তাতে মোট কত টাকা ব্যয় হবে তার বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। কিন্তু তাঁর ভাষণে দ্রুত ক্রমবর্দ্ধমান এই শহরে ডাক ব্যবস্থা উন্নতিকরণের প্রচেষ্টার কোন আভাস শ্রুতিগোচর হলো না।

ফরাক্কা প্রকল্প ও এন, টি, পি, সি প্রকল্পের ফলস্বরূপ রঘুনাথগঞ্জ (জঙ্গিপুর) শহরের লোক সংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান ক্রমশ: দ্রুত বর্দ্ধিত হচ্ছে। সে দিকে সামঞ্জস্য বিধানে ডাক বিভাগের আধুনিকীকরণ ও ডাক ব্যবস্থার নবীকরণে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার আশু প্রয়োজন রয়েছে। অথচ এই শহরে ভোর ৬টা হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যান্ত ডাকঘরগুলি খোলা রাখা, অন্ততঃপক্ষে দুবার চিঠি বিলির ব্যবস্থা এবং দিবারাত্রি টেলিগ্রাফ চালু রাখার কোন ব্যবস্থা আজও করা হয় নি বা ভবিষ্যতে হবে এমন আশ্বাসও ডাক অধিকর্তাগণ জনসাধারণকে দেননি। আমরা মনে করি জনসাধারণের সার্ব্বিক-স্বার্থে ডাক বিভাগের এদিকে মনোসংযোগের সময় এসেছে। বিশেষ করে দেখা যায় যদিও এই শহরে কলকাতা ও আশপাশ হতে মেল সকাল ৬ টার মধ্যেই ষ্টেশনে পৌঁছায় কিন্তু ডাক বিভাগের অমনোযোগিতার ফলে পুরাতন ব্যবস্থা বজায় থাকায়, সেই মেল বড় ডাকঘরে পৌঁছায় ১১টা ১২ টায় ও চিঠি বিলি হতে প্রায় ৩টা ৪টা হয়ে যায়। আবার ট্রেন দেরী হলে অনেক দিন চিঠি বিলিও হয় না। পরের দিন বিলি হয়।

প্রধান ডাকঘরের কর্ম্মধারার সামান্যতম পরিবর্তনেই এ সমস্যা সমাধান সম্ভব বলে আমরা মনে করি। সারাদিন ডাক ব্যবস্থা চালু রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অভিমত শহরে অবস্থিত প্রধান ডাকঘরসহ ৭টি ডাকঘরের কাজের সময়ের হের-ফের ঘটিয়েই জনগণকে সে সুযোগ অনায়াসে দেওয়া যায়। প্রধান ডাকঘরে টেলিগ্রাফ শিক্ষণপ্রাপ্ত করণিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ও তাঁদের কাজের সময়ের হেরফের করে অনায়াসেই সকাল ৬ টা হতে রাত্রি ১০ টা পর্য্যন্ত তার অফিস খোলা রাখা সম্ভব।

ডাক অধিকর্তাদের কাছে শহরবাসীর পক্ষ থেকে আমরা দাবী রাখি যে লোকসংখ্যার চাপ অনুসারে বিভিন্ন মহল্লায় ডাকঘর স্থাপন করা হলে জনগণকে অযথা এক মাইল দেড় মাইল পথশ্রম সহ্য করতে হয় না। সেই অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ শহরের জনাকীর্ণ বালিঘাটা মহল্লায় একটি ডাকঘরের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। আমরা অবগত আছি যে ঐ অঞ্চলে ডাকঘর স্থাপনের পরিকল্পনা ডাক বিভাগ অনেকদিন পূর্বেই করেছিলেন এবং ডাক-গৃহের অনুসন্ধানও করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সেই ফাইল লাল ফিতার বাঁধনে কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কে জানে? তদুপরি মনে হয় বড় ডাকঘরে কাজের তুলনায় কর্ম্মীর স্বল্পতা রয়েছে। কেননা জনসাধারণকে প্রায়ই কাউন্টারগুলিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে দেখা যায়। অভিযোগ শুধু তাই নয় সেখানে তাঁরা কোন সৌজন্যমূলক ব্যবহারও পান না। ডাকপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এর কোন প্রতিকার হয় না। সে কারণেই স্বভাবতই ধারণা হয় ডাকঘরে কর্ম্মী স্বল্পতা থাকায় কর্ম্মীরা যন্ত্রের মত কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। চিঠি বিলি ব্যবস্থার জন্য সেই মান্ধাতা আমল থেকেই ৪ জন পোষ্টম্যান আজও বহাল রয়েছেন। শহরের বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি। ফলতঃ ক্লান্ত শ্রান্ত সেই মানুষগুলো যতই দরদী হোক তাঁদের দ্বারা জনগণের সন্তুষ্টিবিধান এক দুরূহ কর্ম্ম। বিভাগীয় প্রশাসক একটু সজাগ হলেই জনগণের অসুবিধা দূর হওয়া সম্ভব।

পুর-উন্নয়নের ২ লক্ষ টাকা ফেরৎ, শিক্ষকদের বেতন বন্ধ

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : চেয়ারম্যানহীন জঙ্গিপুর পুরসভায় শিক্ষা ও তপশীল উন্নয়ন খাতে আসা সরকারী সাহায্যের প্রায় ১.৯০ লক্ষ টাকা ফেরৎ চলে গেল। ৩১ মার্চ্চ ছিল ওই টাকা তোলার শেষ দিন। অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম নিয়ন্ত্রিত পুর বোর্ড অপসারিত হওয়ার পর ২১ মার্চ্চ থেকে এ পর্যন্ত জঙ্গিপুর পুরসভায় কোনো নয়া বোর্ড গঠিত হয়নি অথচ পুরপতির স্বাক্ষর ছাড়া টাকা তোলা যায় না। টাকা ফেরৎ গেছে স্বাক্ষর না মেলার কারণেই। জানা গেছে, ১১ এপ্রিল নতুন অ.ব বোর্ড গঠনের দিন ধার্য্য হয়েছে। পুরসভা থেকে যে ১.৯০ লক্ষ টাকা সহায়করণে ফেরৎ গেছে তার মধ্যে ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল তপশীল ও আদিবাসী উন্নয়নে। বাকী টাকা শিক্ষাখাতে। (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ডাকাতি, মৃত্যু, থানা ঘেরাও, ওসি'র বদলী দাবী

বিশেষ সংবাদদাতা : মঙ্গলবার মাঝরাতে সমসাবাদে এক বাড়িতে ডাকাতির খবর পেয়েও পুলিশ যথাসময়ে ঘটনাস্থলে না যাওয়ায় বুধবার (আজ) একদল বিক্ষুব্ধ জনতা সাগরদীঘি থানা ঘেরাও করেন। ওই ডাকাতির ঘটনায় এক ব্যক্তি প্রাণ হারান ডাকাতদের হাতে। বিক্ষুব্ধরা সারা দুপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ ছিল, ওই থানা এলাকায় পুলিশী ব্যর্থতায় একের পর এক ডাকাতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডাকাতির খবর পেয়েও পুলিশ ঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে যাচ্ছে না। এই বিক্ষোভের খবর পেয়ে জেলার পুলিশ সুপার দুলাল বিশ্বাস দুপুর নাগাদ সাগরদীঘি থানায় ছুটে যান। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে সাগরদীঘি থানার ওসি'র বদলী দাবী করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশের (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

বইমেলায় বিক্রী ৫ লক্ষ টাকা

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা বইমেলায় এবারে প্রায় ৫ লক্ষ টাকার বই বিক্রী হয়েছে। ৬৯টি ষ্টলে প্রায় ১২৫টি প্রকাশক সংস্থা এই মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। প্রকাশকদের হিসেবে, এই বিক্রী যদিও বহরমপুরের মত জেলা শহরে খুব একটা উৎসাহজনক নয়। বিক্রীত বইয়ের মধ্যে সরকারীস্তরে ১৬৯টি গ্রন্থাগারের জন্য প্রায় ১.১০ লক্ষ টাকার বই কেনা হয়েছে। এবারে মেলার ভার নিয়েছিলেন ক্ষমতাসীন একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কমরেডরা। এ নিয়ে বহরমপুর শহরের বিভিন্ন মহলে বিস্তর বিতর্ক উঠে। অবশ্য মেলা কমিটির সম্পাদকের দাবী, এই মেলা গতবারের চেয়ে এবারে সফলতা পেয়েছে বেশী। ৪৩ হাজারেরও বেশী দর্শক এ মেলা দেখেছেন। অবশ্য জেলাশাসক প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের মনে এই মেলা বিশেষ কোনো দাগ কাটেনি। মেলা শুরু হয় ২১ মার্চ্চ। চলে ৭ দিন।

২ কিশোরীকে গণধর্ষণ দুই পাণ্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিনেমা দেখে ফেরার পথে রবিবার সাঁঝরাতে একদল দুর্বৃত্তের হাতে দুই কিশোরী গণধর্ষিতা হয়েছেন। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এ ব্যাপারে ধর্ষণকারী বলে বর্ণিত দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। এদের একজনের নাম কারু সেথ। বাড়ি উমরপুর গ্রামে। অন্যজন বাড়ালার বিকাশ চক্রবর্তী। ধর্ষণের অন্যতম পাণ্ডা 'মরা' বলে এক যুবককে পুলিশ খুঁজছে। পুলিশীসূত্রে প্রকাশ, ধর্ষিতা দুই কিশোরীর নাম উজ্জলা ও ঝর্ণা। রাত্রি ৮টা নাগাদ তারা যখন রিক্সায় চড়ে বৈদড়া গ্রামে তাদের নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তখন জনকয় যুবক রিক্সা থামিয়ে পর পর ওদের জোর করে ধর্ষণ করে। পর দিন তারা এ নিয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানায় অভিযোগ করলে পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। (৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে চৈত্র বুধবার, ১৩৯০ সাল

বর্ষ হ'য়ে এল শেষ

'বর্ষ হ'য়ে এল শেষ।' পুরাতন বৎসর ছয়টি ঋতুর বিভিন্ন সম্ভারে মানব মন সিঞ্চিত করিয়া শীতের হিমশীতল অঙ্গে ধীরে ধীরে গতি-পথের শেষ প্রান্তে আসিয়া নবীন বর্ষকে কর্ম্মভার বুঝাইয়া দিতে আপনাকে তৈয়ার করিতেছে। মহাকাল তাহার বর্ষপঞ্জীতে হিসাব নিকাশের শেষ অঙ্ক বসাইতেছেন। যোগ বিয়োগের অঙ্কে লাভের অঙ্ক কিংবা লোকসানের অঙ্ক কোনটি রেখায়িত হইবে তাহার চিন্তায় তাহার ললাটের রেখাগুলি কুঞ্চিত হইতেছে। শেষ রজনীর প্রদীপের শিখা নিভু নিভু, তৈল নিঃশেষিত প্রায়। পুরাতন বৎসরের হিসাবে জঙ্গিপুর শহরে সুখ দুঃখের জাবদা খাতার প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা কি দেখিতেছি! দেখিতেছি দ্রব্য মূল্যের ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধগতি। চল-মান বৎসরের প্রারম্ভে যে উপার্জনে জীবনধারণ কায়ক্লেশে সম্ভব ছিল, সে উপার্জন বৰ্দ্ধিত হয় নাই, কিন্তু বাজার দরের উর্দ্ধগতি জীবন যাত্রা দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। বৎসর বিগত হইবার মুহূর্তে কোন শুভ সুচনার আলোক বিন্দু দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। শহর পরিচালনার ভার যাহারা বহু কৌশলে হস্তে তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন ও সমস্যা জর্জ্জরিত এই শহরের সমস্যা দূরীকরণের বহু স্বপ্ন যাহারা দেখিয়াছিলেন ও জনগণকে দেখাইয়া ছলেন, তাহারা আত্মকলহে মত্ত হইয়া পৌর-সভাকে বৎসরের শেষ ভাগেই পরিচালকহীন করিয়া সেই স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাইল। দরিদ্র জনগণের সুবিধার্থে, তাহাদের দুর্দ্দশা কিঞ্চিত লাঘবের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ অতলে তলাইয়া গল। জল সরবরাহের জলকলের পরিকল্পনা আত্মকলহে লিপ্ত হওয়ায় বুদ্‌বুদ হইয়া মহাসমুদ্রে লীন হইল। সুপার মারকেট পরিকল্পনায় যে নয়া আলোকরশ্মি দেখা যাইতেছিল তাহা ঘন মেঘের অন্তরালে অস্তমিত হইল। তথাপি পৌর প্রতিনিধিগণ আত্ম-কলহের পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া জনগণের দুঃখ কষ্টের কথা বিস্মরিত হইয়া কে কাহাকে কতটা ঘায়েল করিতে সক্ষম হইলেন; কে কাহার মর্য্যাদা কতটা বৃদ্ধি করিতে পারিলেন; অর্থাৎ নিজ নিজ সুবিধার হিসাব কষিয়া মহানন্দে আত্মপ্রসাদে গর্ব্ব ভরে নিজ নিজ সিংহাসনে বসিয়া উচ্চহাস্যে সভাকক্ষ মুখরিত করিতে ব্যস্ত। জনগণের কি হইল বা না হইল চিন্তার সময় তাহাদের কোথায়? অবশ্য আমরা আশা করিয়া থাকিব নূতন বছর ইহাদের বোধশক্তি ফিরাইয়া আনিবে এবং ইহারা নূতন চিন্তা-ভাবনার সুষম বিকাশে জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু সে তো নূতন বছরের নূতন হিসাবে লিপি-বদ্ধ হইবে। পুরাতন বছরের খরচের ঘরেই তথাপি তাহাদের এই আত্মকলহ লিপিবদ্ধ মহাকাল কর্তৃক হইবেই। যাহাই হউক পুরাতনের সকল প্রকার অমৃত ও বিষ উভয়ই কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া আমরা পৌর শহরের জনগণ আমাদের সৃষ্ট শ্রদ্ধেয় দেবতাদের নিকট নূতন বৎসরে সুখ ও সমৃদ্ধির আশা জানাইয়া অপেক্ষায় পুরাতন বৎসরের অস্ত'মত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রহিব।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

হাসপাতালে অব্যবস্থা

জঙ্গিপুর হাসপাতালের কতগুলি অব্যবস্থার দিকে জনসাধারণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হাসপাতালে অনুমোদিত রোগী অপেক্ষা ভর্তি রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী। যেমন গত ২৯ মার্চ্চ ভর্তি রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৩৩ জন, অথচ অনুমোদিত রোগীর সংখ্যা ২৫০ জন। এই বাড়তি রোগীদের জন্য হাস-পাতালের ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। হাসপাতালের সর্বত্র আবর্জনাস্তূপ জমা হয়ে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয়ে থাকে। এদিকে আমরা ওয়ার্ড মাষ্টার ও এস ডি এম ও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ক্ষ্যাপা কুকুর বা শিয়ালে কামড়ালে যে প্রতিষেধক ইন্‌জেক্‌শন্ দেয় তা প্রায়ই হাসপাতালে থাকে না। যথাসময়ে ইন্‌জেক্‌শন্ হয় না। ফলে বহু রোগীকে জলাতঙ্ক রোগে মারা যেতে হয়। এ বিষয়ে অবিলম্বে সুব্যবস্থা হওয়া দরকার।

পরমেশ পাণ্ডে
রঘুনাথগঞ্জ

টেলিফোনের দাবী

আদিবাসী বেলডাঙ্গা গ্রামের ডাকঘরে একটি টেলিফোন স্থাপনের জন্য গত বছর ১ মার্চ্চ বহরমপুরে পোষ্টাল সুপারিনটেন-ডেণ্টের কাছে আবেদন করে দরখাস্ত দিয়েছিলাম। এর ভিত্তিতে গত ৪ মে জিয়গঞ্জ সাবডিভিসনের (ডাক) ইনস্-পেকটর ঐ ডাকঘরে এসে তদন্ত করে যান। কিন্তু এ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ডাকঘরে টেলিফোন স্থাপনের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। ফলে আদিবাসী এলাকাটি আজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। আমরা জানি, আদিবাসী এলাকার জন্য এ ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট কোটা রয়েছে। কিন্তু সে কোটা পূরণে ডাক বিভাগের কোনো তৎপরতা না থাকায় আমরা ভীষণ অসুবিধের মধ্যে বাস করছি। এ সম্পর্কে পি এম জি-র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পিটার পাওরাস পাউরিয়া
আদিবাসী বেলডাঙ্গা
সাগরদীঘি

॥ ভিন্ন চোখে ॥

বসন্তের মধ্যাহ্নে এক প্রচণ্ড রুক্ষতা। মনোরম বসন্ত সেই রুক্ষতার উপর প্রলেপ দিতে হচ্ছে ব্যর্থ। দারুণ অগ্নিবাণের বার্তা বহন করে আনছে বসন্তের এই অলস মধ্যাহ্ন। ঘনবহুল বৃক্ষের ছায়া। ঘুঘু পাখির ক্লান্ত ডাক। ক্ষুধার্থ চিল অথবা কাকের তীক্ষ্ণ চাৎকার। নদীতীরে হেলে পড়া নধর বট। বক চরে নদী বাঁকে। আকাশের বুক থেকে তৃষ্ণার্ত চাতকের ক্রন্দন। তবুও মনের কোণে এক আশ্বাস বাণী। নাই ভয়। নাই ভয়। প্রকৃতির এই পট পরিবর্তন মনে জাগায় দোলা। তবে এইতো স্বাভাবিক। সব কিছুই চলেছে এগিয়ে। পরি-বর্তনশীলতার দিকে। দিন যায়। রাত্রি আসে। রূপে-রসে-রঙে মাটি আকাশ ভরে ওঠে। ঋতুরঙ্গ আবর্তিত হচ্ছে সূর্যের অয়নে এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। নব নব সৌন্দর্য বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। কালচক্র ঘুরে চলেছে। পৃথিবীর পট পরিবর্তন হচ্ছে এই একই ছন্দে। সেই ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা দিনযাপন করছি। কখনও খুশির জোয়ারে। কখনও দুঃখের ভাটায়। এই তো জীবন। নানান টালমাটালের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। তবুও বসন্তের মধ্যাহ্নে গ্রীষ্মের স্বাদ নিতে বড় ভালো লাগে। বসন্তের কোকিল আজ বড় বেসুরো গায়। কেন জানি না। আগের মত কোকিলের সুর প্রাণে-মনে কোন শিহরণ জাগাতে পারে না। হয়তো কোকিলের সুরে-তালে-ছন্দে কোন বৈচিত্র্য সন্নিবেশিত হচ্ছে। তবে এই সংমিশ্রণ আমাদের ভালো লাগে না। তাই বসন্তের ভোরে কোকিলের ডাকে আগের মত আমেজ আসে না।

মণি সেন

সয়াবীন প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি: গত ১৩-৩-৮৪ সাগরদীঘি কৃষি বীজ খামারে ৩০ জন মহিলা কৃষককে সয়াবীন থেকে নানা প্রকার খাবার তৈরীর এক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। জেলা মুখ্য কৃষি অফিসের মহিলা প্রশিক্ষক শ্রীমতী সন্ত্বনা সিনহা হাতে কলমে সয়াবীনের খাবার প্রস্তুত করে সকলকে খাওয়ান। ঐ দিনই ৫০ জন তফশীল জাতির কৃষককে নিয়ে বহু ফসলী চাষের উপর এক আলো-চনা চক্র হয় সহকারী মহকুমা কৃষি আধিকারিক একাধিক ফসল চাষ নিয়ে আলোচনা করেন। সয়াবীনসহ বিভিন্ন প্রকার ডাল শস্যের চাষ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন সাগরদীঘি কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সেখ নজরুল ইসলাম।

স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লক বোখারা যুব সংঘ এবং বোখারা মিলন সমিতির সহযোগিতায় বোখারা হাই স্কুলে গত ২৮-৩-৮৪ স্বল্প সঞ্চয় আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বোখারা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস কুদ্দুস। এই উপলক্ষে স্বল্প সঞ্চয় পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনী সংগীত, কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সংগীত প্রতিযোগিতা এবং বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে স্বল্প সঞ্চয় অর্গানাইজার অশোককুমার দত্ত স্বল্প সঞ্চয়ের সমস্ত প্রকল্পগুলি ব্যাখ্যা করেন। বিডিও নন্দদুলাল ভকত সঞ্চয় করার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অনুরোধ জানিয়ে সুদসহ কত টাকা ফেরত পাওয়া যাবে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁর ভাষণে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উপকার ব্যাখ্যা করেন

Abridged tender notice 4 of 1983-84

Sealed tender are invited in WBF. No. 2911/ii from the enlisted Class III Contractors of Central Irrigation Circle and bonafide outside Contractors for the works on the Rt. Bank of river Ganga, detailed below, by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Msd. Estimated costs and earnest money are :

1) Remodelling & improvement of existing bed bar No. 1 at Nayansukh : Rs. 73,419/-, Rs. 1,8_5/-

2) Remodelling & improvement of boulder pitching & apron u/s. & d/s. of the bed bar No. 2 at Nayansukh : Rs. 88,510/-, Rs. 2,213/-

3) Remodelling and improvement of the bank-pitching and the bed bar at Bajitpur : Rs. 76,921/-, Rs. 1,923/-

4) Remodelling and improvement of the spur No. N2 at Dhulian reach : Rs. 70,894/-, Rs. 1,772/-

Details regarding time allowed, tender-documents and other particulars may be had from above office upto 4·00 P. M. in any working days.

Last date of application for purchasing tender form is 25. 4. 1984 upto 1·00 P. M.

Last date for receipt of tender is 27. 4. 1984 upto 3·00 P. M.

(D. Mandal)
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division
Raghunathganj, Murshidabad

Abridged Tender Notice No. 5 of 1983-84

Sealed tenders are invited in WBF no. 2911(i) from the enlisted class IV contractors of any division under Central Irrign. Circle and bonafide outside contractor sfor the works on the right bank of river Ganga, detailed below, by Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist. Murshidabad.

Estimated costs & earnest money are :

1. Remodelling & improvement of existing bed bar no. 2 at Nayansukh ; Rs. 12,721/- ; Rs. 318/- ;

2. Remodelling & improvement of the revetment in between bed bar no. N1 & N2 at Durgapur reach, Rs. 24,948/- ; Rs. 624/-

3. Remodelling & improvement of the revetment in between bed bar no. 1 & 2 at Durgapur reach ; Rs. 31,447/- ; Rs. 786/-

Details regarding time allowed, tender documents and other particulars may be had from above office upto 4·00 P. M. in any working days. Last date of application from purchasing tender form is 25. 4. 84 upto 1·00 P. M. Last date for receipt of tender is 27. 4. 84 upto 3·00 P. M.

(D. Mandal)
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division.

মেসিন বিক্রয়

একটি প্রথম শ্রেণীর (ইংলণ্ডে তৈরী) ১৫ ঘোড়া রাষ্টন্ ডিজেল ইঞ্জিন (চালু) বিক্রয় আছে। আশীষ আচার্য্য, কলঘর, মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ)

বসত বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়া পল্লীতে সদর রাস্তার উপর দোতালা একটি বাড়ী বিক্রয় করা হইবে। অনুসন্ধান করুন।

শ্রীগুরু হোমিও হল
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ

ফ্রি সেলো নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

টেণ্ডার নোটিশ

এতদ্দ্বারা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক ঠিকাদারগণকে জানানো যাইতেছে যে বিড়ি মার্চ্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (শাখা অফিসসহ) সন ১৩৯১ সালে বাঁধাই বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিলড্ টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। উক্ত টেণ্ডার ১৩৯০ সালের ৩০শে চৈত্র তারিখে অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে দাখিল করিতে হইবে। এবং উক্ত ৩০শে চৈত্র ১৩৯০ তারিখেই টেণ্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেণ্ডার খোলা হইবে এবং কোনও কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেণ্ডার বা টেণ্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের নমুনা ও বিড়ির সেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা অত্র এ্যাসোসিয়েশন অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন। ইতি—

মহঃ মতিউর রহমান

তারিখ সেক্রেটারী
২০-১২-৯০ ধুলিয়ান বিড়ি
৩-৪-৮৪ মার্চ্চেন্টস্
এ্যাসোসিয়েশন

বিঃ দ্রঃ যে সমস্ত বিড়ি কোম্পানী রামনবমী করেন সে ক্ষেত্রে ২৬-১২-৯০ তারিখ বৈকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ যোগ্য।

জায়গা বিক্রয়

জঙ্গিপুর রোড রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে রঘুনাথগঞ্জ শহরে আসার পথে সদর রাস্তার উপর মাদার ইণ্ডিয়া বিড়ি কোম্পানীর সম্মুখে ব্যবসা ও বসবাসের উপযোগী ২০ কাঠা জমি প্রয়োজনে আরও কিছু বেশী জমি দেয়া যেতে পারে। যোগাযোগের ঠিকানা—

নিরালা হোটেল
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

পুর উন্নয়নের টাকা ফেরৎ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এই টাকা ফেরৎ যাওয়ায় ওই পুরসভার শিক্ষকদের মার্চ্চ মাসের বেতন দেওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ মাসের মাঝামাঝি নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসায় আগে তাদের বেতন দেওয়ার সম্ভাবনা কম। এ দিকে পুর উন্নয়নের জন্য টাকা রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরে ফেরৎ যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অনাস্থা প্রস্তাবের সমর্থক তথা সি পি এম বিরোধী গোষ্ঠি বিগত পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যকে দায়ী করেছেন। তাদের পক্ষে এক লিখিত বিবৃতি পাঠিয়ে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে—গত ২২ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর পুরসভার আটজন কমিশনার স্বজন-পোষণ, দুর্নীতি ও নানাবিধ অন্যায়ে উত্যক্ত হয়ে তৎকালীন পুরপতি ও উপ পুরপতির বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের নোটিশ দেন। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য এই প্রস্তাব অনুযায়ী সভা ডাকতে ইচ্ছা করেই অনেক দেরী করেন। শেষে বাধ্য হয়ে ২১ মার্চ্চ (অর্থাৎ আর্থিক বছরের একেবারে শেষে) সভা ডাকেন। ঐ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়। আর্থিক বছরের শেষ দিকে সরকারের বিভিন্ন খাতের টাকা আসে। মৃগাঙ্কবাবু পুরপতি থাকাকালীন যে টাকা আসে তা তিনি তোলেন নি। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য সভা না ডাকার একটাই উদ্দেশ্য ছিল যাতে শেষ মুহূর্তে আসা টাকা তোলা না যায় এবং সেই টাকা ঘুরে যায়। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী পুরপতির স্বাক্ষর ছাড়া সরকারী টাকা তোলা যায় না। জঙ্গিপুর পুরসভার নতুন পুরপতি নির্বাচন এখনও হয়নি। আর্থিক বছরের শেষ দিন ৩১ মার্চ্চ তারিখেও সরকারী বিল এসেছে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ঘুরে যাবে। একবার ঘুরে গেলে এর মধ্যে অনেক টাকাই আর পাওয়া যাবে না। শেষ মুহূর্তে অনাস্থার সমর্থক অনকয় কমিশনার ও ব্যক্তি এই টাকা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করেন। প্রথমে তাঁরা স্থানীয় এস ডি ও ক্যাথিড্রেশনের কাছে যান। তিনি খুব ভরসা দিতে পারেন না। শেষে তাঁরা ৩১ মার্চ্চ সদলে বহরমপুর চলে যান এবং এ ডি এম সুদেব রায়ের শরণাপন্ন হন। কলকাতায় রাইটার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আইন বাঁচিয়ে টাকাটা রক্ষা করার জন্য সারাদিন ডি এম অফিস, রাইটার্স ও উদ্যোগী কমিশনারগণ আপ্রাণ চেষ্টা চালান। শেষ মুহূর্তে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সরকারী অনুমোদন মিলে। তৎক্ষণাৎ কমিশনারগণ রঘুনাথগঞ্জ রওনা হন। ইতিপূর্বে ট্রেজারি খুলে রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে কমিশনার সুধীনারায়ণ ঘোষাল ও মহম্মদ হোসেনকে রঘুনাথগঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জঙ্গিপুরের ট্রেজারি অফিসার, জুনিয়ার ট্রেজারী অফিসার ও করণিকগণ রাত্রি দশটা পর্যন্ত উপস্থিত থেকে বিলগুলি ক্যাশ করেন। তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা ছাড়া শেষ রক্ষা হত না। শেষ দিকে আসা এক লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা ক্যাশ করতে পারা যায়নি। তবে এই টাকা মারা যাবে না। তদ্বির করলে ২/১ মাসের মধ্যেই টাকাটা আবার আনা যাবে।

গণ ধর্ষণ দুই পাণ্ডা গ্রেপ্তার

(১ম পৃঃ পর)

এ ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে ওই এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বহু মানুষের অভিযোগ, ধৃত কারু ও তার ভাই-এর বেপরোয়া আচরণে নাকি ওই এলাকার মহিলাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই ধরনের ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। এবং রঘুনাথগঞ্জ থানাতেও এ নিয়ে অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

ওসি'র বদলী দাবী

(১ম পৃঃ পর)

সঙ্গে একদল ডাকাতের যোগসাজস রয়েছে। সমসাবাদের ঘটনাটি এরই পরিণতি। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাত্রি ১টা নাগাদ একদল সশস্ত্র ডাকাত ওই গ্রামের জনৈক নিত্যগোপাল মুখার্জীর বাড়িতে চড়াও হয়। তারা বাড়ির লোকজনকে বেধড়ক প্রহার করে ব্যাপক লুঠপাঠ চালায়। ডাকাতদের অস্ত্রাঘাতে নিত্যবাবুর সদ্য বিবাহিত ছেলে বরুণ মুখার্জী (২৮) প্রাণ হারান। গুরুতর আহত হন নিত্যবাবুসহ ৫ জন। তাদের সাগরদীঘি ও বহরমপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়। গ্রামবাসীরা জানান, সাগরদীঘি থানায় ডাকাতির খবরটি রাত্রিতেই পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ পরদিন সকাল ৮ টার পরে ঘটনাস্থলে যায়। ওই ডাকাতিতে প্রায় ২০ হাজার টাকার সামগ্রী লুণ্ঠিত হয়েছে। এস পি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। সাগরদীঘির গ্রামবাসীরা জানান, ওই থানা এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় প্রতি রাত্রেই ডাকাতি হচ্ছে। খবর পেয়েও পুলিশ গ্রামে যাচ্ছে না। থানায় ডাকাতির অভিযোগও লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে না। তারা সব ঘটনা এস পি কে জানিয়ে অবিলম্বে ওই থানার ও'সিসহ কয়েকজন অফিসারকে বদলীর দাবী করেছেন বলে জানা গেছে।

Tender Notice No. 6 of 1983-84

Sealed tenders are invited in WBF no. 2911/11 from enlisted class I contractors of I & W. Deptt 1 and bonafide cutside contractors for the work on the Rt. bank of river Ganga/ Padma d/s. of Farakka Barrage by the Executive Engineer, Ganga Anti Erosion Division, P. O. Raghunathganj, Dist, Murshidabad. Name of work, Estimated cost and earnest money.

are :—

1) Construction of 2 nos. solid boulder bed bars at Khandua, Rs. 4,31,074/-, Rs. 8,621/-

Details regarding time allowed, tender documents and other documents may be had from above office upto 4.00 P M. in any working days.

Last date of application for purchasing tender form is 26-4-84 upto 1.00 P.M.
Last date for receipt of tender is 2-5 84 upto 3.00 P.M.

(D. Mandal)
Executive Engineer,
Ganga Anti Erosion Division,
Raghunathganj, Murshidabad

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।